PG Bengali
4th Sem.
A. Saha.

পৃ-১

বাংলা জীবনচরিত শাখায় জীবনস্মৃতির স্থান:

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনচরিত শাখার বিস্তার খুবই সংকীর্ণ, সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্তার অনেক। সেখানে ইতিহাস ও জীবনচরিত প্রসঙ্গে মিশে আছে। তাই হর্ষচরিত ও রাজতরঙ্গিনীকে কেউ কেউ ইতিহাস বলে স্বীকার করতে চান। ইউরোপে হেরোডোটাসের রচনা যদি ইতিহাস উপাধি পায়, তবে ভারতীয় পুরাণও ইতিহাস। ইউরোপীয় ইতিহাসে Standard জীবনচরিত আছে। যেমন, জেমস্ বসওয়েলের The Life of Dr. Johnson. লকহার্টের 'The Life of Scott, Sir Walter Scott, প্লুটার্ক কর্তৃক রচিত সংকলিত প্রকাশিত জীবনচরিত রচিত হয়েছে। জীবনী, বাংলায় প্রকাশিত জীবনচরিত স্মরণীয় তা নবীনচন্দ্রের জীবনস্মৃতির পরই যে গ্রন্থটি স্মরণীয় তা নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন', নবীন সেন এ গ্রন্থে একটি সময়ের প্রকান্ড সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' এর বিপরীত। নবীনচন্দ্র সেন যেখানে আপনাকে অনেক বড় করে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানেই নিজেকে আত্মগোপন করেছেন অনেকখানি।

জীবনচরিত রচনায় নিজেকে বড় বা ছোট করে দেখানো — উভয়ই ত্রুটি। আত্মজীবনী রচনায় লেখক ও লেখ্যকে পৃথক করে দেখাতে হবে, নিরপেক্ষতা না হলে জীবনচরিত সার্থক হয় না, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই একে আত্মজীবনী বলেননি, কিন্তু পাঠক সেই মর্যাদাই দেয়।

বাংলা জীবনচরিত আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিত' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর ৪১ বছর অবধি এর পরিধি। এ রচনায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরজীবনের স্ফুরণকে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও আত্মজীবনী উদ্দেশ্যমূলক, বিদ্যাসাগর, মধুসূদনের জীবনচরিত রচিত হয়েছে, প্রত্যেক জীবনচরিতেরই সাহিত্যমূল্য নির্ধারিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের চরিত্র তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে প্রতিফলিত,

→

Scanned with CamScanner

কাব্য, নাটক উপন্যাসের মত জীবনচরিতেরও নিজস্ব একটা মূর্তি আছে; সেই নিজস্বমূর্তি যাঁর রচনায় উন্মোচিত তাঁর লেখাকেই সার্থক জীবনচরিত বলা যায়। জীবনচরিত কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ সমগ্রভাবে কোনটিই নয়, কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে দেখতে গেলে এই তিনেরই গুণের সমষ্টি। জীবনচরিতে প্রবন্ধের গাম্ভীর্য, উপন্যাসের ধারাবাহিকতা, ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠা এবং কাব্যের সরসতা সন্নিবিষ্ট হলে তবেই জীবনচরিত কালজয়ী হয়, পাশ্চাত্যে যেমন বসওয়েল, প্লুটার্ক, লকহার্ট, লিটন, স্ট্র্যাচির জীবনচরিত কালজয়ী হয়েছে।

জীবনচরিতের যে নিজস্ব একটি সাহিত্যিক মূর্তি আছে তার পরিচয় ~~কিন্তু~~ বাংলা-সাহিত্যে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' পাশ্চাত্যের মত আদর্শ জীবনচরিত না হলেও বাংলা জীবনচরিত সাহিত্যকে সর্বপ্রথম Serious art রূপে পরিগণিত হবার মর্যাদা এনে দেয়। জীবন-চরিতও যে Creative art তা জীবনস্মৃতি পাঠে সহজেই উপলব্ধি করেছে।

জীবনচরিতকারের নিরপেক্ষতা গুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সর্বাংশে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে আত্মলেখকে অনেকাংশে নিরপেক্ষভাবে বর্জন করেছে। তিনি 'জীবনস্মৃতি'কে অন্তর্জীবনের ইতিহাস বলেছেন, কিন্তু মানুষের নামেই প্রকাশ অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের দ্বন্দ্বমিলনেই 'জীবন' রচিত। মানুষ কোনকালেই 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' নয়, বিশেষ দেশ, বংশ, পরিবার, পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে — 'জীবনস্মৃতি'-তে সে পরিচয়ও আমরা পাই।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের কাছে জীবনস্মৃতির মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু সাহিত্যের একজন সার্থক, রসসম্পন্ন

শিক্ষিত বাঙালীর কাছে 'জীবনস্মৃতি' অত্যন্ত প্রিয়, সুখপাঠ্য গ্রন্থ, রসবোধের প্রথম গ্রন্থ — এখানেই 'জীবনস্মৃতি'র সাহিত্যমূল্য। এখানে একদিকে রবীন্দ্রনাথের সময়, সমাজ ও শিক্ষা, অন্যদিকে ভাষারীতি ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য, সবখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। সবমিলিয়ে যে অপূর্ব বস্তুটি নির্মাণ হয়েছে — তাকেই বলে 'জীবনস্মৃতি'।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা সর্বত্র প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, যেখানে আছে তাঁর অনন্য দীপ্তি এবং সংযত সৌন্দর্য। জীবনস্মৃতি ভাষায় সেই প্রসাদগুণ আরো বেশি(?) এবং অপূর্ব রূপে সঙ্গীতিত হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে 'জীবনস্মৃতি'র অলঙ্কারের ঐশ্বর্য, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য কম নয়, এতে যে জীবনস্মৃতির সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকে যে এখানে মেলে ধরেছেন, যেখানে পাঠকের সঙ্গে লেখকের এক মনোরঞ্জন যোগ ঘটেছে। তিনি যেন অলস(?) সময়ের সামনে দু-একটি আঁচড়ে ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন। 'জীবনস্মৃতি'কে এজন্য ছবির অ্যালবাম বলা হয়। রচনা নৈপুণ্যে, সাহিত্যরসে, গদ্যরচনা হিসেবে 'জীবনস্মৃতি' বাংলা ভাষার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ।

'জীবনস্মৃতি'র এলাকা এলাকা কবি জীবনের ২৫ বছর অবধি। শতদলের উন্মীলন তখন হয়নি, কিন্তু প্রতিভার শতদলের রূপ বোঝা যাচ্ছে, সুস্পষ্ট-চিহ্নিত হচ্ছে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবিজীবনের বৃহৎ ভাবের ভূমিকা, বিশ্বপ্রকৃতি ও সীমা-অসীমের তত্ত্ব দর্শনের জন্ম হয়ে গেছে ঐ পঁচিশ পঁচিশ বছরের মধ্যেই।

—